প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭০

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রাকর
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০৬/ফেব্রুয়ারি ২০০০

এই ছড়াসংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশকারণে আমি প্রধানত বাবু শ্রীঅবনীরঞ্জন রায়, বাবু শ্রীনির্ম্মাল্য আচার্য্য, বাবু শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট কৃতজ্ঞ। বাবু শ্রীঅশোক পালিত এই ছড়াসংগ্রহগ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন।

প্রকাশ থাক, ছড়াগুলি বঙ্গের অনেকানেক মহাত্মা লেখকের পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

শ্রীকমলকুমার মজুমদার

বাবু শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়

করকমলেষু

আয়রে চাঁদা বাছুর বাঁধা
গোয়ালে বাঁধা গাই
ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো
মাছ ধরলে মুড়ো দেবো
কালো গরুর দুধ দেবো
দুধ খেতে বাটি দেবো
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

আয় ঘুমানি আয়
ভালুকে তেঁতুল খায়
নদীর বালি ঝুরঝুরানি
নুন বলে খায়।
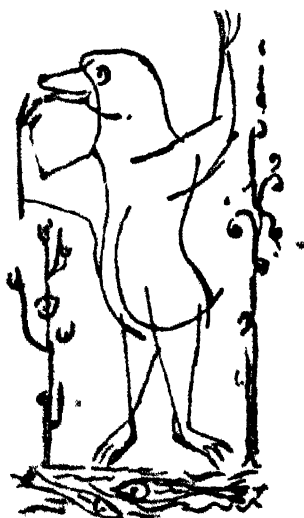
আয় ঘুমানি আয়
ভালুকে তেঁতুল খায়
তারা নুন কোথা পায় ?

শ্যাওড়া গাছের নুন
কুসুম গাছের তেল
তারা তাই দিয়ে খায়।

/ *

নন্টু খেলে কোনখানে
পিয়াল বনের মাঝখানে
সেখানে নন্টু কি করে ?
থোগা থোগা ফুল পাড়ে।

*

নন্টু গেইছে খেলা করতে
খেল কদমের তলা
ডাকলে নন্টু রা দেয়না
ভাত খাবার বেলা।

*

ধন ধন ধন

এ ধন যার ঘরে নেই

তার কিসের জীবন

সে কিসের গরব করে

যাতুর গুণের বালাই নিয়ে

কাল যেন সে মরে।

*

খোকন গেছে কোনখানে

শতদলের মাঝখানে

সেখানে খোকন কি করে?

ডুব দেয় আর মাছ ধরে।

আই কম বাই কম

তাড়াতাড়ি

যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী

রেল কম ঝমাঝম

পা পিছলে আলুর দম

*

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়

কলা বাদুড়ের বে

বাদুড় ঝুমকো নাড়া দে

চামচিকেতে বাদ্দি বাজায়

খেংরা কাঠি দে।

ইচিং বিচিং
জামাই বিচিং
তায় পড়ল মাকড় বিচিং
মাকড়েরা নড়ে চড়ে
সাত কুমড়ো ডিম পাড়ে
এলের পাত বেলের পাত
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ
জগন্নাথের হাঁড়ি কুঁড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি
চাল কাঁড়তে হল বেলা
থলসে মাছের চৌকা
উড়ে বসে পোকা।

ইকড়ি মিকড়ি
চাম চিকড়ি
চামে কাটা মজুমদার
ধেয়ে এল দামোদর
দামোদরের······

•

চিঁড়ে বল মুড়ি বল
ভাতের বাড়া নেই।
পিসি বল মাসী বল
মায়ের বাড়া নেই।
কিসের মাসী কিসের পিসি
কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে
মা বড় ধন।

•

আহ্লাদী যায় সরতে
সবাই যায় ধরতে
ও আহ্লাদী সরিসনি
লোক হাস্য করিসনি।

খোকা যাবে বেড়াতে

দুধ দাও গো জুড়াতে

তাতে দাও মোণ্ডা ফেলে

খোকা খাবে ভুলে ভুলে।

*
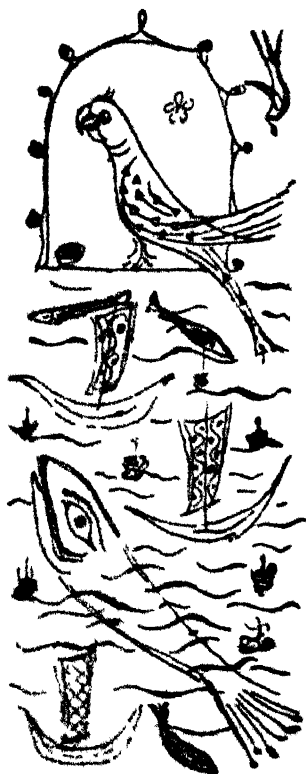
আয়রে আয় টিয়ে

না'য়ে ভরা দিয়ে

না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে

তা দেখে দেখে

ভোঁদড় নাচে।

*

চাঁদ উঠেছে
ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে রে
আমি তোদের বাবার ঠাকুর
তামাক সেজে দে রে।

চাঁদ উঠেছে
ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে রে
আমি বটে কেষ্ট ঠাকুর
ঘোমটা টেনে দে

*

হুট করল কি

কাঁঠাল বিচিটি

বউ নিয়ে আয় তো থাই

পুড়ে হলো ছাই

তোর ভায়ের মাথা থাই।

*

বাবা করেছিল চৌকিদারি

মুখে রেখেছিল মোচ

সেই গরবে গরবিনী

হাতে ধরেছি পোঁচ।

বোঁ বন্ বন্ সোঁ সন্ সন্
ভোঁপপো ভোঁপপো ভোঁ।
ছোট ছটাছট্ লে ঝটাপট্
মারতে হবে ছোঁ।
হিরাট কাবুল বল্ক কি বোগদাদ
তিহারাণী ইস্পাহান কেউ যাবে না বাদ
মুলুক বুকে কুল মুলুকে পড়বে সড়াক সোঁ
বোঁ বন্ বন্ সোঁ সন্ সন্ ভোঁপপো ভোঁপপো ভোঁ।

হুম হুমুনী হুপ হুপুনী
রূপের হল রাই
আপন খুশীতে আপনি ভাসে
কেউ কোথাকে নাই।

*

নোলা করে সর সর
ও নোলা তুই সামাল কর
আগে যাবি নোলা বাপের ঘর
তবে খাবি নোলা দুধের সর।

পান কৌড়ি পান কৌড়ি
ডাঙায় ওঠ সে
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে
বেগুন কোটো সে।
ও বেগুনটা কুটো না
বীজ রেখেছে
ও বাড়ীতে যেও না বধূ এয়েছে
বধূর পান খেও না ভাব লেগেছে
ভাব ভাব ভাব কদম ফুল
ফুটে রয়েছে।

আঘণে পৌটি
পৌষে ছউটি
মাঘে নাড়া
ফাগুনে ঝাঁড়া।

বাঁশ বনের কাছে
ভুঁড়ো শিয়ালি নাচে
তার গোঁফ জোড়াটি পাকা
মাথায় কনক চাঁপা ।

বাগ বাজারের
নবীন দাস
রসগোল্লার
কলোম্বাস ।

ঠিক দুপুর বেলা
ভূতে মারে ঢেলা
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি।

ভূত আমার পুত
শাঁকচুন্নি আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে
ভয়টি আমার কি।

আ মরি সজনে ডাঁটা
আগা সরু গোড়ায় মোটা
তাতে দিয়ে সরষে বাটা
আলুর সঙ্গে ঘাঁটা ঘাঁটা
রসময় তুমি হলে
যদি পড় রুই মাছের ঝোলে।

* *

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি
ঘরে বসে পুছে বাত
তার ঘরে হাভাত যো ভাত।

ভেবে চিন্তে দেখেছি সার
বেঁড়ে চুলে
বাড় নেই আর
যেটুকু তেল পাব
চুলের কপালে ছাই দিয়ে
মুড়িতে মেখে খাব।

মাসী পিসী বনকাপাসী
বনের ধারে ঘর
কখনো মাসী বলে নাকো খৈ নাড়ুটা ধর
মাসী বড় রসাল করে খুদ রেঁধেছে
বোনপোকে দেখে মাসী জল ঢেলেছে।

গাড মানে ঈশ্বর, লার্ড মানে ঈশ্বর

কম মানে এস

ফাদার বাপ মাদার মা

সিট মানে বস

ব্রাদার ভাই সিস্টার বোন

ফাদার সিস্টার পিসী

ফাদার ইনল মানে শ্বশুর

মাদার সিস্টার মাসী

আই মানে আমি আর

ইউ মানে তুমি

আস মানে আমাদিগের

গ্রাউণ্ড মানে জমি

ডে মানে দিন আর

নাইট মানে রাত

উইককে সপ্তাহ বলে

রাইস মানে ভাত

পমকিন লাউ কুমড়ো

কোকম্বর শশা

ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু আর

প্লোমেন চাষা।

ফিলজফার বিজ্ঞলোক

প্লোমেন চাষা

পমকিন লাউ কুমড়ো

কুকুম্বার শশা।

•

গোদা নাটাটা পা ফাটাটা
অড়ল বনের ধারে
যে কাঁদে তার কানটি কেটে
নুনের ভাঁড়ে পোরে।
এক হাতে তার নুনের ভাঁড়
এক হাতে তার ছুরি
কুচুৎ করে কানটি কেটে
নুনের ভাঁড়ে পুরি।

•

কুঁচুলে কড়াই শুঁটি
চুলে নেই কো দড়ির ঝুঁটি
লোক না পেলে জল থুবিয়ে
কুঁচুলে গাছ আঁচড়ায়।

বকের সাদা

শাকের ছাঁ

রাঙাদিদি খোকার মা

আমি না এলে

যেও না।

থোঁ থোঁ থোঁ

থোয়ে দিলাম মৌ

আমি যেন হই রাজার বৌ।

থোঁ থোঁ থোঁ

থোয়ে দিলাম ঘি

আমি যেন হই রাজার ঝি।

আশা লতা পালং পাতা

আজকে তোমার বিয়ে

হাওড়া থেকে বর আসছে

টোপর মাথায় দিয়ে।

বর দেখে যাও বর দেখে যাও

রান্না ঘরের ঝুল

কনে দেখে যাও কনে দেখে যাও

কনক চাঁপা ফুল।

অতবড় মেয়ে আবার রাগ করেছে

মুখপোড়া বর আবার টেরি কেটেছে।

শিল শিলাতি শিলাতি

শিল আছে ঘরে

হর বলে গৌরী কি ব্রত করে।

দশ পোথলে পোথলটি

সাথ ভাইয়ের বোন কে

সীতায় সিঁদুর পরে সে

লক্ষপতি মা পেলুম

লক্ষপতি বাপ পেলুম

জনক রাজা ভাই পেলুম

রাম লক্ষ্মণ সীতা পেলুম

কৃষ্ণ কুলে জন্ম পেলুম

লক্ষ্মীর মত রাঁধুনী হলাম

অন্নপূর্ণার মত দাতা হলেম।

আলু পাতা আলু থালু

বেগুন পাতা দই

সব জামাই খেয়ে গেল

বড় জামাই কই

ঐ আসছে বড় জামাই

লাল গামছা গায়

ঐ আসছে বড় জামাই

ময়ূর পঙ্খা না'য়।

*

তালের কাঁড়ি লাগে গুয়ায় বাঁখারি

ছিটনি তথির 'পর

বেয়াল পাটার গোটি শোভা করে

কাঁপিবে সে থর থর।

পদ্ম দীঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল
হেঁটের নীচে দুলছে সোনার
গোছাভরা চুল
বিষ্টি এলে ভিজবে সোনা
চুল শুকানো ভার
জল আনতে সোনামণি
যায় না যেন আর।

জাঁতির উপর জাঁতি
সাত দিব্যি কাটি।

এটা বলে খাব খাব

এটা বলে কোথায় পাব

এটা বলে ধার কর না

এটা বলে শুধবে কে তা

এটা বলে লবডঙ্কা ।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

নদেয় এল বান

শিব ঠাকুরের বিয়ে হল

তিন কন্যা দান

এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন

এক কন্যা খান

এক কন্যা রাগ করে

বাপের বাড়ি যান ।

পোষালু গো রাই
আমরা ছোঁপড়ি পিঠ্যা খাই
ছোপড়ি লোপড়ি গাঙ্ সিনাতে যাই
গাঙের জলে রাঁধি বাড়ি ঝারির জল খাই
চার মাস বর্ষা মোরা পোখরা না পাই

হাতে পো
কাঁথে পো
পৃথিবী জুড়ালো
এস পৌষ যেওনা
জন্ম জন্ম ছেড়ো না

কাল খাবে পিঠা ভাত
আজ খাবে গঙ্গার জল
এ বছর যাও পোষালো কাঠের মালা পরে
আর বছর আনব গো দুধ তুলসী দিয়ে।

ওপারেতে তিল গাছটি
তিল ঝুর ঝুর করে
তারি তলায় মা আমার
লক্ষ্মীপিদিম জ্বালে
মা আমার জটাধারী
ঘর নিকোচ্ছেন
বাপ আমার বুড়ো শিব
নৌকো সাজাচ্ছেন
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর
ঘড়া ডুবচ্ছে
ঐ আসছে প্যাখনা বিবি
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁব
ও দিদি দেখ্ দেখ্ দেখ্।

*

টিপির টিপির জল পড়ে
আমি বটি ভাস্থর ঝি
খুড়ীকে ডেকে দে।
খুড়ী খেলেন পান খিলিটি
আমি মল্যাম লাজে
উথালি পাতালি খুড়ী
দরিয়ার মাঝে।

*

কেউ মরে বিল ছেঁচে
কেউ খায় দই
যার ধন তার ধন নয়
নেপোয় মারে দই।

*

উলুউলু মাদারের ফুল
বর আসছে কত দূর
বর আসছে বাগনাপাড়া
বড় বৌ গো রান্না চড়া
ছোট বউ গো জলকে যা
জলের মাঝে নেকা জোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা
ফুলের বরণ কড়ি
নটে শাকে বড়ি।

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়ল

বর্গী এল দেশে

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে

খাজনা দেব কিসে

ধান ফুরুল পান ফুরুল

খাজনা দেব কি

আর কটা দিন সবুর কর

মুড়ি ভেজে দি।

আমানির ডাবা, নুনের থোবা
তবে হবে ভোজনের শোভা
বারোটা মান, তেরোটা ওল
তবে হবে একটু শুক্তনির ঝোল
বারোটা কলাগাছ কলায়ের বড়ি
তবে না হোল একটু থোড় চচ্চড়ি
খেয়ে দেয়ে বৌ শুলেন খাটে
তিনটে চাকরে আম কাটে
বেলা গেল মন সন্ধ্যে হোল
মণ ঘোল মুড়কী এল
রাম রাম বলে রাত পোয়াল
তেল মেখে বৌ নাইতে গেল
বৌ যান নাইতে
শাক আনে চাইতে চাইতে
শাক বলে আমার তন্নু শেষ
বৌয়ের জ্বালায় ছাড়লাম দেশ।

চুলটানা বিবিয়ানা

লাট্টু বাবুর বৈঠকখানা

কাল বলেছে যেতে

পান স্থপুরি খেতে

পানের ভেতর মৌরী বাটা

পিচ কাগজের ছবি আঁটা

কলকাতার মাথাঘসা মেদনীপুরের চিরুণী

এমন খোঁপা বেঁধে দেবো

বেলফুলের গাঁথুনী ॥

ঝাড় লণ্ঠন হাতী
থাকলে রাজার নাতি
ধামা কুলো নাড়ে
ঝক্কি বইতে পারে
যার চ্যাটাং চ্যাটাং বাত
চাটুক এঁটো পাত।

কান্তবাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খায়
ভুড়ুং লাগাতে তায় ক্লেভারিং ধায়
হেস্টিংস যাহার হাতে তারে করে কাবু
বাংলায় হেন লোক আছে কে হে বাবু?

অন্নপূর্ণা মা দুধের সর
কাল যাবে মা পরের ঘর
পরের বেটা মারল চড়
কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর
হেই খুড়ো তোর পায়ে পড়ি
দিয়ে আসবি চ বাপের বাড়ি
বাপ দিলে সরু শাঁখা মা দিল শাড়ি
ভাই দিল হুড়কো ঠেঙা চল শ্বশুর বাড়ি।

গোরুটি এক পোয়া দুধ দিয়েছে

কি করি তা বল না ?

উপেন খাবে, বিপিন খাবে

তাও একটু দিতে হবে

কুঞ্জলাল কোলের ছেলে

তাও একটু দিতে হবে

কেশেটা রোগা ছেলে

তাও একটু দিতে হবে

সূয্যমুখী বিধবা বটে

তাও একটু দিতে হবে

বউ দুটি পরের মেয়ে

তাদের একটু দিতে হবে

কর্তার দই না হলে ভাত ওঠে না

তাও একটু দিতে হবে

আমার আবার পোড়া মুখে ক্ষীর না হলে চলে না।

আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল
শামলা গেছে হাটে
শামলাদের মেয়ে দুটি পথে বসে কাঁদে
আর কেঁদ না আর কেঁদ না
ছোলা ভাজা দেব
আর যদি কাঁদ তবে
তুলে আছাড় দেব।

এক পয়সার তৈল
কিসে খরচ হৈল
তোর চুল মোর পায়
আরো দিছি ছেলের গায়
ছেলে মেয়ের বিয়ে গেছে
সাত রাত গান
কোন অভাগী ঘরে এল
তেলে প'লো টান।

হ্যাদে লো কলমীলতা

এত কাল ছিলি কোথা

এতদিন ছিলাম জলে

যে জলে বাগদি ম'ল

আমায় যে যেতে হ'ল

চিঁড়ে দই খেতে হ'ল

তুমি নাও বংশী হাতে

আমি নি কলসী কাঁকে

চল যাই রাজ পথে—

ছেলের মা গয়না গাঁথে

ছেলেটি ভুড়ুক নাচে।

গোকুল গোকুলে বাস
গরুর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন হয়
স্বগ্‌গেতে বাস।

*

অশ্বথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি
হাতা হাতা হাতা
খা সতীনের মাথা।

দহের মাছ পড়ে না জাঙ্গালে
যদি হবে রুই কাতলা
ঘুচাও মনের মাতলা
　　কি করি পারে মোটা জালে
　যদি হবে গড়ুই শোল
　তবে বড় গণ্ডোগোল
　　ঘুরাই ফিরাই মারে গুণ জালে
　যদি হবে নেতুর ভুর
　পাঁক কেটে চলে যাবে হে পাতালে।

বাঁকা হাতের নাচন

পায়ের নাচন

চাঁদা মুখের নাচন

নাটা চক্ষের নাচন

কাটালি ভুরুর নাচন

বাঁশরী নাকের নাচন

দাজা বেঙ্কুর নাচন

আর নাচন কী

অনেক সাধন করে জাদু পেয়েছি।

একবার খাই ফেন ভাতে
একবার খাই ছেলের সাথে
একবার খাই তেনার পাতে
দেখে গিয়েছে সে-ই
নিয়ে বসেছি এই
তবু পাড়ার চোখ-খাকীরা বলে
রাতদিন খাই রাতদিন খাই।

আয় রে আয় ছেলের পাল
মাছ ধরতে যাই
মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে
দোলায় চেপে যাই
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি
গুনতে গুনতে যাই।
বড় শাখাটি শাদা শাঁখাটি
ঝামুর ঝামুর করে

তিন পয়সায় খয়ের কিনে.
দুগ্‌গা হেন জ্বলে
এ নদীর জলটুকু
টল্‌মল করে
চাঁদ মুখে রোদ লেগেছে
রক্ত ফেটে পড়ে।

আগাডোম বাগাডোম
ঘোড়াডোম সাজে,
ডাল মেগর ঘাগর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি
কমলাপুলির টিয়েটা
সুয্যিমামার বিয়েটা।

আঙ্গুটি পাঙ্গুটি ঝামট কলাই
মেঘ ডুমডুমা কদম তলায়
কদমতলায় মারলেক ঠুলি
ঠুলি গেল বিষ্ণুপুরী
বিষ্ণুপুরী এন দেন
ফটিক রাজা গুয়া সেন।

পুন্নি পুকুর পুষ্প মালা

কে পূজেরে দুপুর বেলা

আসি সতী লীলাবতী

সাত ভায়ের বোন গুণবতী

হয় পুত্র মরবে না

পৃথিবীতে ধরবে না।

হাসি হাসব না তো কি
হাসির বায়না দিয়েছি
হাসি ষোলটাকা মণ
হাসি মাঝারি রকম
হাসি বিবিয়ানা জানে
হাসি গুড়ুক তামাক টানে
হাসি পয়রা গুড়ের সেরা
হাসি হুজুর করে জেরা।

আমার এ ফুল পড়া
যে খোঁপায় পরে
রাত ভোর তার মন
আনচান্ করে
ঢুলু ঢুলু আঁখি তার
রাধা রাধা ভাব
সাত সায়রের পাখী তুই
আড়ে আড়ে নাব।

ফুল ফুল ফুলনি
ফুলুরে পাতা
তার মাঝে নেকা জোকা
ভাবের কথা।

বাড়বে বাড়বে এ পৌষ মাসে
আর বাড়বে মাঘের শেষে
মাঘ নয় মাঘ নয় মাথার কেশ
কেশে যাব মোরা রাল দুর্গার দেশ
রাল দুর্গার দেশেতে কি ফল বিকোয়
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই তারাই বিকোয়।
তারা কি করে বেড়ায়
তারা আশা পাশা খেলায়
বিরলে বসিয়া আমরা শ্যামরূপ দেখি
শ্যাম রূপ দেখে দেখে ভস্ম হল আঁখি।

আয় হলদি আয়
হলুদ জানে না আপন পর
ছুইটে পেলে সে শিবের বর
সাত নারী হলদি হাতে নিয়ে
আড় পাড় তড় কড় নাইল গিয়ে
ছুকুড়ি ওঝা সদাই ধায়
হলদি পোড়ায় পেত্নী যায়
ফুঁ হিং রিং স্বাহা ফট্।

•

ডান ডাইনী বেলের আঁশ
সরষে পোড়ায় করলাম নাশ
সরষের ধকে মাথা চৌচির
লহু খিক খিকি ফুঁড়ে তার শির
ঘরে আছে রাম সীতা
ডাইনী বেটি জানিস কি তা।

আয়রে আয় ভালুকে তেঁতুল খায়

শেওড়াগাছে ছয় বুড়ি গাছ আঁচড়ায়

শিলনোড়াতে লাগল কোঁদল

সরষে ঝড় ঝড় করে

চালকুমড়োর সোহাগ দেখে

পুঁই কেঁদে মরে

ওগো পুঁই কেঁদো না ধুলায় গড়িয়ে

আমার খোকন ভাত খাবে মাছ ভাজা দিয়ে।

পৌষ মাসে পৌষুরী
ধান কাপাসে ঘর করি
এঁড়ে গরুর সারে
ভুষলা এল ঘরে
তিনটি সারের ডেলা
ভুষলা এল গো এলা
ধান সব মাঠেতে গোঠে
চলে ভুষলা ঘরে উঠে।

এস পৌষ যেওনা
জনম জনম ছেড়ো না
পৌষুরী গো এস
পিঁড়ের উপর বস
হব তোমার দাসী
আনন্দেতে ভাসি।
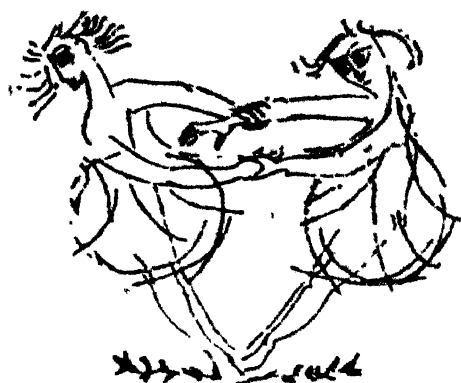
আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না
পরের ছেলে বাইর গুঁড়ো
ঘুরে ঘুরে আমি বুড়ো।

*

চূণ পড়া রে ভোলা
বাপ বেটা যে জোলা
চূণ চূণরি শামুকের চূণ
চূণ বকসাদা ঘুটিঙের চূণ
হাড়ের আড়া মাসের কুঁড়ে
মর বিষ তুই চূণে পুড়ে।

শাউড়ী বাউড়ী ঝগড়া করে
দুয়ারে মারে কাঁটা
শাউড়ী কিছু বলতে গেলে
বাউড়ী ধরে ঝাঁটা
অধরাকে ধরতে পারে
সেই–তো বাপের বেটা
আমের গাছে জামের পাতা
লতায় লতায় পিঠা
চার রকমের ফুল ফুটেছে
পাঁচ রকমের মিঠা।

শাল বনে শাল পাওড়া
কদম্ব গাছে কলি রে
বধার গায়ে লাল গামছা
ছুটক দেখে মরি রে।
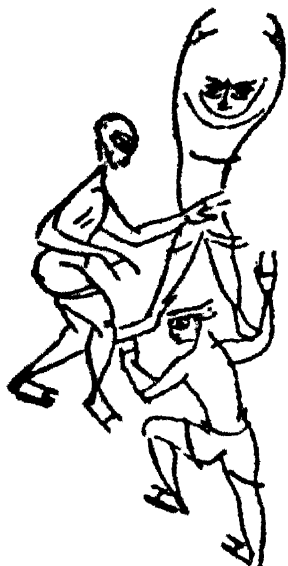
খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি
খেয়ে যাবে কি
ঘরে আছে কলের ময়দা
শিকেয় আছে ঘি
একটুখানি দাঁড়াও খোকন
লুচি ভেজে দি।

৴•

চুরে রাং তাং
সোনা দিয়ে বাঁধাবো ঠ্যাং
মারবো ঠ্যাংএর বাড়ী
পাঠাবো যমের বাড়ী।

টুসুর কাছে আলো জ্বলে

দেখায় লো কালো কালো

বিষ্ণুপুরে টুসু আমার

খুঁজে গো ঝাড়ের আলো

মেদনীপুরে দেখে আইলাম

সোনার টুসু যায় চলে

হায়রে হাতে নাইরে পয়সা

লিতম টুসু দর করে

ওরে ওরে ও চৌকিদার

কোন গলিতে হাঁক দিলি

আমার পাড়ায় টুসু চুরি

কোনখানে ঘু-মিয়ে ছিলি

— ১৮

খোকা যাবে বেড়াতে
গয়লানিদের পাড়া
গয়লানিরা মুখ করেছে
কেন রে মাখন-চোরা।
ভাঁড় ভেঙেছে ননী খেয়েছে
আর কি দেখা পাব
কদম তলায় দেখা হলে
বাঁশি কেড়ে লুব।

*

অবনীবাবু পেতে পারেন
কবির মুখে আহা
বাঙালা মেয়ে আঁকেন ভাল
ভবানীচরণ লাহা।

একপাতা হুশুনি শাগ চালেতে শুকায়
নন্দাইকে ভাত দিতে কাঁকাল দুখায়
নন্দাই হে নন্দাই ডুমোর পেড়ে দাও
ডুমোর খেয়ে পেট ভরল সাঙা করে দাও।

হেই নন্দাই হেই নন্দাই মারো্যা না আমলার ছড়ি
কাটান কাটায়ে দিব খাজনার কড়ি
বাড়িতে আছে নিম গাছটি নিম ঝুরঝুর করে
সদাই বিরালা বিটি লিও লিয়াই করে।

এক যে ছিল একানড়ে
সে থাকত তাল গাছে চড়ে
দাঁত দুটো তার তুলোর মত
পিঠখানা তার কুলোর মত
কান দুটো তার লোটা লোটা
চোখ যেন তার আগুনের ভাঁটা
কোমরে বিচুলির দড়ি
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি
যে ছেলেটা কাঁদে
তার ঝুলির ভেতর বেঁধে
গাছের উপর চড়ে
আর তুলে আছাড় মারে।

দাদা দাদা ডাক পাড়ি
দাদা নেইকো ঘরে
সুবল সুবল ডাক পাড়ি
সুবল আছে ঘরে।
আজ দাদার ধূলাখেলা
কাল দাদার বিয়ে
দাদাকে নিয়ে যাব মোরা
বকুল তলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়ুতে গিয়ে
পেয়ে গেলুম মালা
রামধনুকের বাদ্যি বাজে
সীতারামের খেলা।
সীতারাম নাচত ভাই কাঁকাল বেঁকিয়ে
আলো চাল খেতে দেবো কোঁচড় ভরিয়ে
আলো চাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ
কতক্ষণে যাবো রে ভাই হরগৌরীর মাঠ।
হরগৌরীর মাঠেতে ভাই ব্যালি ঝুর ঝুর করে
চাঁদ মুখেতে রোদ নেগে ডালিম ফেটে পড়ে।

*

হাট চলতে বাট বন্দী

বাট চলতে ঘাট

স্বর্গ-রাজা ইন্দর বন্দী

পাতালে বাসুকির পাট।

বাণ কথায় শিকল তোড়ি

মাছ মারি ট্যাংরা

গাছ মারি গাছু ফুটে

তাল মারি তাল ভ্যাংরা

তাল খেয়ে বন করলে সার

লাগ্ লাগ্ বন্দী কামাখ্যার।

রূপ ছিল গো মোরা
রূপ দেখেছ কি তোমরা
রূপে অঞ্জলি দিত
ঘর থেকে বেরুলে কুকুর ভেক্যাইত।

চুল ছিল গো মোরা
চুল দেখেছ কি তোমরা
চুলে অঞ্জলি দিত
নাইতে নাইতে চুল আপনি শুকাইত।

দাঁত ছিল গো মোরা
দাঁত দেখেছ কি তোমরা
দাঁতে অঞ্জলি দিত
ঘর থেকে না বেরুতেই মটকায় ঠেকিত।

পাট ধরা ধরুনি নিদারুণ সার
ধরুনি ধরুনি বিষ নেই আর
উপরে ধরুনি রানী নিচে হাঁটে বিষ
দূর দূর বহুদূর বিষের রিষ
আমার চাপড়ে তুই গোল্লায় যা।

মেঘ লাল শিব করি কাল্‌কুম্ভীর যত
সুতার আকুতে তার নাল পড়ে তত।
কেউটেরে গেঁড়ি ভাঙা ঘরে ফিরে যা
ডোবা নালা ধারে গিয়ে গেঁড়ি ভেঙে খা।

দাদাভাই চালভাজা খাই
নয়না মাছের মুড়ো
হাজার টাকায় বউ এনেছো
খ্যাঁদা নাকের চুড়ো
খ্যাঁদা হোক বোঁচা হোক
সব সইতে পারি
নাঁকি নাঁকি কথা কয়
ঐ জ্বালাতে মরি।

তোমরা এক পয়সা পেলে
হেসে খেলে
সাদায় কর কালো
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে
আমি বলি
কসাই তবু ভাল।

কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল,
মালদহের ভাল আম
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ,
মুর্শিদাবাদের জাম ॥
বর্দ্ধমানের চাষী ভাল,
চব্বিশপরগণার গোপ
গুপ্তি পাড়ার মেয়ে ভাল
শ্রীশ্রী বংশ লোপ ॥

পাহাড় মাটি কাঁটা খাই
ব্যায়রাম ঝেড়ে বাড়ী যাই
খোল ঝাড়ি নলচে ঝাড়ি
সাত ছিনালের নাক
সবাইএর মা চণ্ডীর বরে
ব্যায়রাম ট্যায়রাম যাক।

গাঙ্ পারে ঢিল ছুঁড়ি
চাল কুটে ধবলি গুঁড়ি
ধবলী গুঁড়ি চালের পাক
যেমন পিঠে তেমনি থাক
কার আজ্ঞে
রঙ্কিলা দেবীর আজ্ঞে।

৬৯

আড়ি আড়ি আড়ি কাল যাব বাড়ী
পরশু যাব ঘর
হনুমানের ন্যাজ ধরে
টানাটানি কর।

এক দিনের হলুদ বাটা ওলো কন্যা
তিন দিনের বারি
ডান হাতে তেলের বাটি, ওলো কন্যা
বাঁ হাতে ঝারি
তুমি যাবে জলে জলে, ওলো কন্যা
আমি যাব কূলে
তুমায় আমায় দেখা হবে, ওলো কন্যা
খেলি কদম তুলে।

ধূল ধূল মাটির ধূলা
পঞ্চভূতের পয়লি কুলা
ধূলার সায়র ধূলার দড়ি
ধূলায় ধূলায় চোরকে ধরি ।

গাঁথি শালশোল শালিকের নাতি
ভাঙ্‌বে রাম লাথি মেরে ছাতি
যা যা বাছাকে তুই ছেড়ে যা
সাত সায়রের জল কুতকুতিয়ে খা ।

আজব শহর কল্‌কেতা
পথে হেগে চোখ রাঙানি,
লুকোচুরির ফের গাঁতা
গিল্টিকাজে পালিশ করা,
রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাবে
তফাৎ থাকাই সার কথা।
উঠলো থাম্মার ভিটে ধান, গেল মানী লোকের মান
হেন সোনার বাংলাখান, পোড়ালে নীল হনুমান।

যুগান্তরের রক্তারক্তি
টিকটিকির ফাটিল পিত্তি
ফিরিঙ্গীদের কৃপায় দাড়ি গজায়
আমাদের পোয়া বারো
ফিরিঙ্গীদের তেরো
ঢিলটি মারিবে পাটকেলটি পাইবে।

·

নিমপাতা ক্যাসুন্দির ঝোল
তেলের ওপর দিয়ে তোল
পলতা শাক রুই মাছ
বলে ডাক বেগুন গাছ।

তালগাছ কাটম বোসের বাটম
গৌরী গো ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর
আমি করব কি
টক্ক ভেঙে বাজু দিলাম
মাকড়ী মনোহারী
বিয়ের বেলায় দেখে এলাম
বুড়োর চাপ দাড়ি

চোখ খাও গো গোঁসাই ঠাকুর
চোখ খাও সে খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিলে
তামাক খেগো বুড়ো
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে
বুড়ো মরে কেশে
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো
মরে রয়েছে
ফেন গালবার সময় বুড়ো
নেচে উঠেছে।

সুরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ী খানাকুল
বেটা সব্বনাশের মূল
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল
ও সে জাতের দফা করলে রফা
মজালে তিন কুল।

যদি বরে ফাগনে
রাজা যান মশানে
যদি বরে পৌষে
কড়ি হয় তুউষে
যদি বরে মাঘের শেষ
ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।

কার্তিক বড় হ্যাংলা
একবার আসে
মায়ের সঙ্গে
একবার আসে একলা।

*

গাড়ে ডুবে চিল ছানা, শিয়াল ছানা ডালে
সব ছানাকে খেয়ে গেল ছাঁড়কুনা মাছে
আম পাড়তে পিঁপড়ে ম'লো ঠ্যাং রইলো গাছে
আমানী খেতে দাঁত ভাঙলো, মিশি পরবো কিসে
হাটে বাটে হাল-জুয়াল হাঁলিয়া গাইয়ের পেটে
বাজার ঘর চুরি পুকুর পাড়ে সিঁধ
বামুন মরে ধোপা মরে কাঁদে রে
সমুদ্রেতে জল নাই, গঙ্গায় মারে ঢেউ
বাপের জনম নাই ঘরে বেটার বৌ।

আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই
একটি দুটি পয়সা পেলে
বাড়ী ফিরে যাই।
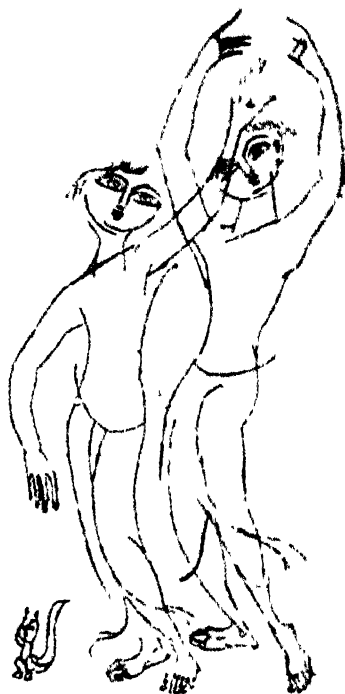
গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই
আমরা দুভাই গাজন গাই
গাজন গানে তেলাভোলা মাঠ
গাইতে গাইতে গলা হ'ল কাঠ।
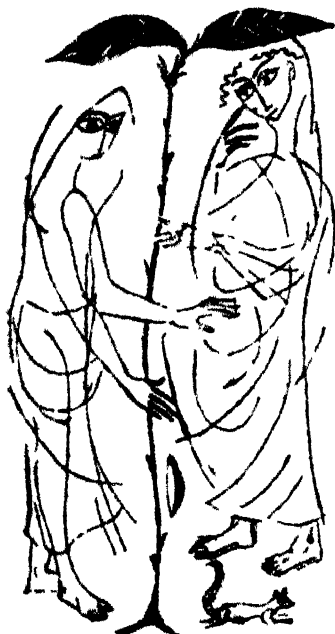
গিন্নি ভেঙেছে নাদা।
ও কিছু নয় দাদা॥
ঝি ভেঙেছে কাঁসি।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে হাসি॥
বৌ ভেঙেছে সরা।
তা পাড়ায় ব'লে বেড়া॥

বড় সরাটি ভেঙেছে বউ
ছোট সরাটি আছে
লপর চপর করিস্ কি লা
হাতের আটকল আছে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতে বাজুবন্ধ ছুঁড়ে মেরেছে
উঃ! বড্ড লেগেছে।

ধন ধন ধন
ই ধনকে দেখতে লারে পুড়ুক তার মন
ধন ধক্‌ড়া টাকার তোড়া ধনে মুরালা
ই ধনকে দেখতে লারে কোন বিরালী।

ধন ধন ধন
দুখ পসরা খিদ্যাহারা চিত নিবারণ
ধনকে লিয়ে বনকে যাব রইব বনের মাঝে
নাচ দেখিয়ে নীলমণি তুর কেমন ঘুঙুর বাজে।

বাঘের ভয়ে গেলাম জলে
কুমির এল ছুটে
কুমিরের ভয়ে গেলাম ঘর
দাসী মাথা কুটে
দাসীর ভয়ে গেলাম স'রে
ননদ মন্দ বলে
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম
শাশুড়ী উঠে জ্বলে
রাগ কর না শাউড়ী গো
আমিই তোমার মেয়ে
তুমি যদি খেদাও তবে
দাঁড়াই কোথায় যেয়ে।

গুড্ সাহেবের লম্বা ঠ্যাং
তার নীচে ঈশ্বর ব্যাং
ঈশ্বর ব্যাং বড় দানা
তার নীচে গুপে কানা।

দিদি লো দিদি
শোন সে কথা
কি কথা সই
ব্যাঙের মাথা
কি ব্যাঙ
সোনা ব্যাঙ
কি সোনা
কেষ্ট সোনা
কি কেষ্ট
ধিনি কেষ্ট
কি ধিনি
তাক ধিনি
কি তাক
চুপ করে থাক।

গাঁট গাঁটালী কাঠ ঠোকা
গায়ের বেদনা গুবরে পোকা
গাঁট গাঁটালী গাঁট কাটা
এইবার ধরগে যা হনুমানের পা-টা।।
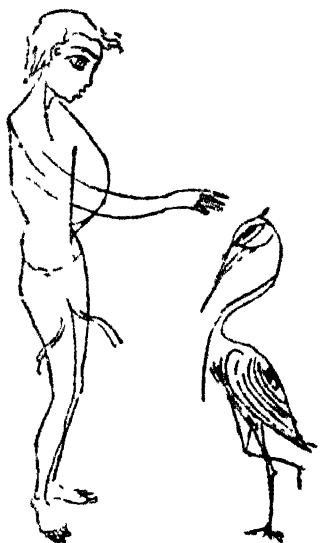
বক মামা বক মামা
ফুল দিয়ে যাও
নারকোল গাছে কড়ি আছে
গুণে নিয়ে যাও।

বিয়ে করে ক্ষীর খেয়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে
কুলীনের নাম করিলে গা-টা নেকার নেকার করে।
ধুয়া মুলা কুলীনগুলার আমপা বড়াই
চারি কোণে ঝেঁটুলে লক্ষ্মী খুঁজে পেতে নাই।
আনে কুলীন বাপে মারি কুল কি খাব ধুইয়া
নেড়া খড়ে আগুন জ্বেলে দি কুলীনের মুয়্যা।
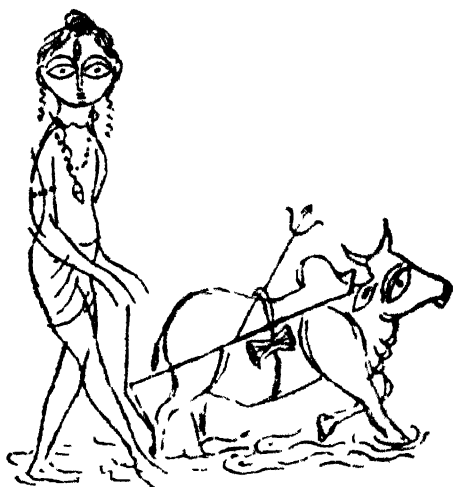
আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান
হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান।
বাবর্চে বরাটে চেঁচুড়া ঝাড়া উড়ি
শুলা মুথি পাতি যারে পুঁতে যায় গুড়ি।

আমের ডালে মুকুল দোলে থোপা কচি পাতা
বরের গায়ে হলুদ দিয়ে খাব সতীনের মাথা।
শীতের ভয়ে জড়সড় আমরা দুটি বোনে
দাদার কাছে বসে বউ হাসছে ঘরের কোণে।
দেখে যা লো দেখে যা লো ওরে পড়শীর ঝি
কুয়োর মাঝে ফুটল ছবি তোরা করবি কি।

ওপারে দুইটি বাওনের কন্যা মেল্যা দিছে সাড়ি
তাহা দেখ্যা সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী ॥
ওগো সূর্য্যাইর মা, তোমার সূর্য্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না ॥
ওপারে দুইটি বাওনের কন্যা মেল্যা দিছে কেশ
তাহা দেখ্যা সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন নানা দেশ ॥
ওগো সূর্য্যাইর মা, তোমার সূর্য্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না ॥
ওপারে দুইটি বাওনের কন্যা মল খাড়ুয়া পায়
তাহা দেখ্যা সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায় ॥
ওগো সূর্য্যাইর মা, তোমার সূর্য্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না ॥

এখনকার যে অলঙ্কার
চরণের উপর চমৎকার
নাম্বা পায়েতে গুজরী পাতা
উপর পায়েতে কলস কাটা
কলস না থাকলে বলতে বা কি
এত অলঙ্কার দিয়েছেন পতি
দানা দানা কাড়ালা
মরদানা তেখরী পঁহুটি
গলার সাজ কতকগুলা
চিক চৌদানী মুড়কী মালা
মাথার সাজ কতকগুলা
স্বর্ণ সীঁথি কলাটে পেড়া
নাকের সাজ কতকগুলা

করলা ফুল দায়মল কাটা
কানের সাজ কতকগুলা
ফুল ঝুমকা পিপল পাতা
এখনকার যেমত উঠেছে
বিবিয়ানা ঝুমকো দেওয়া
স্বর্ণ-সীঁথে এত আভরণ
দিয়েছেন পতি।

উমার কুন্তল মেঘের মালা
এ বুড়ার জটা তামার শলা
সিন্দুরের বিন্দু উমার ভালে
বুড়ার কপালে অনল জ্বলে।
চন্দন চর্চ্চিত উমার গায়
আই আই ছাই বুড়ার গায়।

মেনকা সুন্দরী এল জামাই দেখিবারে
পাগলা জামাই দেখ্যা সবে আউয়া ছিয়া করে।
কিবা আকৃতি জামাইর কিবা জামাইর রূপ
দুইটি চক্ষু ফুইড্যা রইছে পাঞ্চখানি মুখ।
না দিব গৌরীর বিয়া কার বা বাপের ডর
ডঙ্কা মাইর‍্যা পাগল জামাই বাড়ীর বাইর কর॥
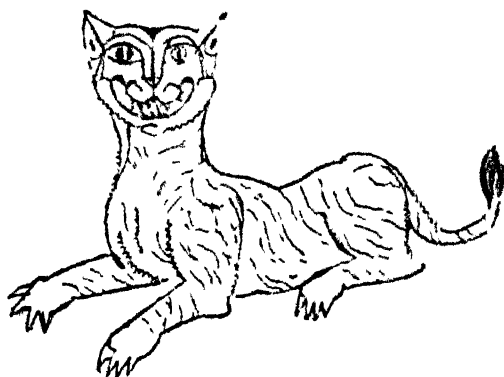
প্রথমে আইল বাঘ —নাম রূপচাঁদ।
সমুখের দন্ত তার সোনা দিয়া বান্ধা।
মারিয়া বনের হাতী যার ঘরে ভক্ষ্য
রাক্ষস পলায় ডরে কিবা দানা যক্ষ
কাগুয়া বাঘের মাজুয়া-কেশ কাল সারা
দুটো চক্ষু জ্বলে যেন আকাশের তারা।

ও গৌরী না গিয়া
পান্তা ভাত খা গিয়া
পান্তা ভাত শলা শলা
পুটি মাছ চলা চলা ।

খাড়ো খাড়ো নাইরকোল গাছটি পির ছাইয়া ফেলে
ছাওয়াল সূর্য্যাই বিয়া করেন ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে
খাড়ো খাড়ো কলাগাছটি বাইয়া পড়ে মৌ—
ছাওয়াল সূর্য্যাই বিয়া করেন বড় সুন্দর বৌ।

ঘাটের আড়ে বইয়া সূর্য্যাই নুইঞা নুইঞা চায়
শ্বেত ধূপের গন্ধে সূর্য্যাই পূজা খাইতে বয়
পূজা খাইয়া ছাওয়াল সূর্য্যাই জলপান কল্লা কি
হাল্যা বাড়ী দুগ্ধ-দধি গোয়াল-বাড়ীর ঘি
পূজা খাইয়া ছাওয়াল সূর্য্যাই চতুর্দ্দিকে চায়
জলপান কল্লা ছাওয়াল সূর্য্যাই মুখশুদ্ধ কল্লা কি
বারৈ বাড়ীর পান সুপারি গাছের হরতকী ॥

ভেঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা
ভেঁজোর গলে দেবো মোরা পাঁচকুসুমের মালা
এক কলসি গঙ্গার জল এক কলস ঘি
বছরান্তে একবার ভেঁজো লাচব নাতো কি !
পুন্নিমার চাঁদ দেখি তেঁতুল হল বাঁকা
গড়ের গুগ্‌লি বলে আমি হব শাঁখা
ওগো ভেঁজো তুমি বটে কিসের দেমাক কর
আইবুড়ো বিটি ছানার বিয়ে দিতে লারো।
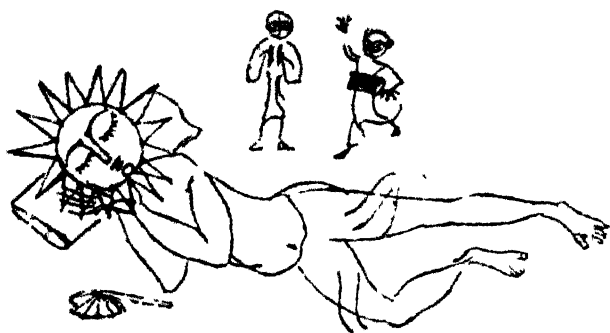
উত্তর আলা কদমগাছটি দক্ষিণ আলা বাও রে
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই ডাকে তোমার মাও রে ॥
শিয়রে চন্দনের বাটি বুকে ছিটা পড়ে রে
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই ডাকে তোমার মাও রে ॥
কাঁসা বাজে করতাল বাজে তবু সূর্য্যাইর ঘুম নাহি ভাঙে রে
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই ডাকে তোমার মাও রে ॥

আট বার বছরের গৌরী তের নয়রে পড়ে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাছা আমার মায়ের আঁচল ধরে।
টাকা নয়রে কড়ি নয়রে কোটরে রাখিব
পরের লাগ্যা হইছে গৌরী পরেরে সে দিব।
অর্দ্ধেক গাঙ্গে ঝড় বৃষ্টি অর্দ্ধেক গাঙ্গে কুয়া
মধ্য গাঙ্গে বাদ্য বাজে গৌরী লবার লইঞা।
আড়শী কাঁদে পড়শী কাঁদে কাঁদে রইয়া রইয়া
গৌরীর জনক কাঁদে গামছা মুড়ি দিয়া।
গৌরীর যে ভাই কাঁদে খেলার সাজি লইয়া
গৌরীর যে মায়ে কাঁদে শানে পাছার খাইয়া।
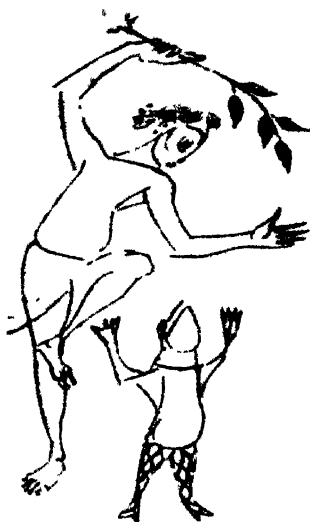
তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলাব্যাঙের ছাঁ
খায় দায় গান গায় তাইরে নারে না।
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল
আঁকড়া বাড়ী দিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছাঁ মারিল।
একটা ছিল কোলাব্যাঙ বড়ই সেয়ানা
লেখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা।
আজিভাঙা কাজিভাঙা মধ্যে ধনেখালি
সেখান থেকে এল ব্যাঙ চোদ্দ হাজার ঢালি।

হুগলির সহরে ভাই ব্যাঙের অভাব নাই
সেখান থেকে এল ব্যাঙ সনাতন সেপাই।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণিরহাটে
একটা ছিল সোনাব্যাঙ আগুলিল বাটে।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি উঠল গিয়ে ডালে
একটা ছিল গেছো ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি নামল গিয়ে ভুঁয়ে
এক ছিল কটকটে ব্যাঙ মারল লাথি মুয়ে॥

যেন শুক আর শালিকে চাকরে আর মালিকে
ডোঙ্গা আর শুলুকে একখানি গাঁ আর মুলুকে
পাতালে আর গোলোকে টমটমী আর ঢোলকে
সালিম আর লালুখে শাঁখে আর শামুকে
আফিমে আর তামুকে।

*

এই ছেলেটা ভেলভেলেটা আমাদের পাড়ায় যাবি
এক কল্‌কে তামাক দেব বসে বসে খাবি।

ঞ্জৈব গাছেরে ভাই পঙ্খীরাজের বাসা
উড়ে গেল পঙ্খীরাজ পড়ে রইল বাসা
ক্ষণেক উড়ে ক্ষণেক বসে
আরও কি বা আশা।

সে আসে ধেয়ে এন ডি ঘোষের মেয়ে
ধিনিক ধিনিক ধিনিক ধিনিক চায়ের গন্ধ পেয়ে।

আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ
কথা কসনে কেন বৌ
কথা কইব কি ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে ॥

*

মেয়েটি কিছু মন্দ মন্দ
যেন ফুলের মধ্যে রাধা পদ্ম
রঙটা কিছু চড়া চড়া—গন্ধ কিছু কড়া কড়া
পাপড়ি কিছু ছাড়া ছাড়া
যেন ফুটতে ফুটতে বন্ধ ॥

*